যুগান্তর

তারিখ 08 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ছয় স্কুলের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল

চট্টগ্রামে অনিশ্চয়তায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

আহমেদ মুসা, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে চট্টগ্রামে ছয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থীর। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকরা বলছেন, এমন সময় প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

চট্টগ্রামে অনিশ্চয়তায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মাঝামাঝি চলে এসেছে। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হলে শিক্ষার্থীদের একটি বছর নষ্ট হয়ে যাবে। এর দায়ভার কে নেবে?

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর সাহেদা ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'এ বিষয়ে আমরা রোববার বসব। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল হয়েছে, এসব শিক্ষার্থীকে অন্য স্কুলে স্থানান্তরের চিন্তা করা হচ্ছে। এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।' আরও বলেন, 'যেসব কারণে অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে তাতে শিক্ষার্থীদের দোষ নেই। ফলে তাদের একটি বছর নষ্ট করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত বেতন ফি আদায়ের অভিযোগে অবশেষে ৬ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে আইন অমান্য করে অতিরিক্ত ফি আদায়ের কারণে কেন একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না তা জানতে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে পাঁচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশনা দিয়ে আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব অসীম কুমার কর্মকার স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ আদেশ জারি করা হয়।

অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা প্রতিষ্ঠানগুলো হল— মেরন সান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মেরিট বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল, বাংলাদেশ এলিমেন্টারি স্কুল ও মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি উচ্চ বিদ্যালয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে সেগুলো হল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চিটাগাং ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও বিএএফ শাহীন কলেজ।

জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন স্কুল ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধে ৫৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্বে নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় চট্টগ্রামের ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে অভিযুক্ত হয়। তবে ৩৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত জানায়নি।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হাবিবুর রহমান বলেন, '৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি সমন্বয় করবে বলে আমাদেরকে লিখিতভাবে জানিয়েছে এবং পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নও করেছে। কিন্তু বাকি ১১টি প্রতিষ্ঠানে দুই দফায় ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানোর পরও তারা অতিরিক্ত ফি সমন্বয় করবে না বলে জানিয়ে দেয়। তাদের সব রিপোর্ট আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠাই। এর ভিত্তিতে ১১টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আদেশ দেয়া হল। এর মধ্যে বেসরকারি ৬ প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল ও সামরিক বাহিনী পরিচালিত ৫ প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।' মেরন সান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. সানাউল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা যেসব বাড়তি ফি নিয়েছিলাম তা তো সমন্বয় করে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছি। তা হলে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হল কেন, তা আমার জানা নেই। এখন আমরা অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাব। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর সাহেদা ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা সম্পর্কিত চিঠি আমরা পেয়েছি। একইসঙ্গে অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়ে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।